بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৯শে মে, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার কিছু দৃষ্টান্ত এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি তাঁর (আ.) কতিপয় উপদেশমূলক উদ্ধৃতি তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমি মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার ঘটনাবলী এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি তাঁর উপদেশমূলক কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরব। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিনয়াচরণ দেখে ১৮ই মার্চ, ১৯০৭ সালে এলহাম মারফত তাঁকে বলেন, *تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں* **অর্থাৎ, তোমার বিনয়াবনত পন্থা তাঁর পছন্দ হয়েছে।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এই অধমের নিকট প্রকাশ করা হয়েছে যে, অধম নিজের দীনতা, বিনয়, আল্লাহ্ ভরসা, আত্মবিলীনতা, নিদর্শনাবলী এবং জ্যোতির্মালার দৃষ্টিকোণ থেকে ঈসা মসীহ্র প্রথম জীবনের প্রতিমূর্তি।** একবার এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, আপনি **হকীকাতুল ওহী** পুস্তক রচনা, বারবার প্রুফ দেখা এবং পাঠ করতে অনেক কষ্ট করেছেন আর এ কারণে আপনার স্বাস্থ্যেরও অনেক অবনতি ঘটেছে। তাই আপনি কয়েকদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। তিনি (আ.) বলেন, **আমরা আর কীইবা পরিশ্রম করি? সাহাবীগণ (রা.)-এর চেষ্টাসাধনার দিকে তাকালে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত যে, তারা কীভাবে সানন্দে খোদার পথে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন!**

তিনি (আ.) বলেন, **কতিপয় নির্বোধ আমার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যে, আমি নাকি আমার মর্যাদা বা অবস্থানকে সীমাতিরিক্ত বাড়িয়ে প্রদর্শন করি। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমার প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেই এ বিষয়টি নেই যে, আমি নিজেকে প্রশংসার দাবিদার হিসেবে জ্ঞান করব কিংবা নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশে আনন্দিত হব। আমি সর্বদা নম্রতা, নির্জনতা ও অপরিচিত জীবন পছন্দ করে এসেছি। কিন্তু এটি এখন আমার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার বাইরে ছিল, কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই আমাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। অধিকন্তু আমার যে প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি তাঁর অবতরণকৃত কালামে প্রকাশ করেছেন এসব প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব মূলত মহানবী (সা.)-এরই।**

একবার একজন অস্ট্রেলিয়ান নও-মুসলিম মোহাম্মদ আব্দুল হক সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, **আমাদের মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটি হলো, আমরা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করি। ইউরোপ আজকাল যেসব জাঁকজমক ও বিলাসিতাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের সভা-সমাবেশ সেসব থেকে মুক্ত। আমরা কদাচার ও মন্দ অভ্যাসের দাস নই আর পানাহার ও ওঠাবসার ক্ষেত্রে আমরা সাদামাটা জীবনই পছন্দ করি।**

অন্য এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, **নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করা উচিত। বিনয় শেখা কঠিন কিছু নয়, আর এতে শেখারই বা কী আছে? মানুষ তো নিজেই অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় আর তাকে বিনয়ের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।** এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, **ধন্য তারা যারা নিজেদের সবচেয়ে বেশি নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করে এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলে। তারা গরীব-দুঃখীদের সম্মান করে এবং বিনয়ীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তারা কখনো দুষ্কৃতি বা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কাউকে উপহাস করে না এবং আপন দয়ালু প্রতিপালক-প্রভুকে স্মরণ রাখে এবং পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। তাই আমি বারবার বলছি, এ ধরনের লোকদের জন্যই জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।** হুযূর (আই.) বলেন, অনেকের জলসার সময়ে সামনে

এসে চেয়ারে বসার প্রতি আগ্রহ থাকে। নিকটে বসে যুগ খলীফার কথা শোনার জন্য এ বাসনা তো ঠিক আছে, কিন্তু কখনো কখনো এর মধ্যে অহংকার পরিলক্ষিত হয়; যা হওয়া উচিত নয়। কেননা এর ফলে ব্যবস্থাপকদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। মানুষের উচিত যখনই কোথাও যায় সেখানে সবচেয়ে নিচু স্থান নিজের জন্য বেছে নেওয়া আর সে যদি এর চেয়ে উন্নত কোনো জায়গায় বসায় যোগ্য হয় তাহলে মেজবান বা ব্যবস্থাপক নিজেই তাকে সেখানে ডেকে বসাবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, **কোনো মানুষ খোদার ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মাঝে দুটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হয়। প্রথমত, অহংকারকে চূর্ণ করা। যেভাবে এক দণ্ডায়মান পর্বত ধ্বসে মাটির সাথে একেবারে মিশে যায়, ঠিক একইভাবে মানুষের উচিত তারা যেন সব রকম অহংকার ও আত্মম্ভরিতার চিন্তাভাবনাগুলোকে দূর করে, তারা যেন বিনয়, নম্রতা ও নিরহংকার জীবন বেছে নেয়। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, সকল সম্পর্ক যেন বিচ্ছিন্ন করে, যেভাবে পাহাড় ধ্বসে পড়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়, পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে যায়– ঠিক একইভাবে তার পুরোনো যত সম্পর্ক রয়েছে, যেগুলো নোংরামি ও খোদার অসন্তুষ্টির কারণ ছিল, সেসব সম্পর্ক যেন কর্তিত হয়।** তিনি (আ.) একটি গল্পে বলেন, আবেদ নামের জনৈক ব্যক্তি অনেক বেশি দোয়া করতেন। বড়ো মাপের দোয়াকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দোয়া করে বলতেন, হে আমার আল্লাহ্, আমাকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দাও। অনেক দোয়া করার পর তিনি ভাবেন, সবচাইতে বেশি বিনয় কীভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে অবলম্বন করা সম্ভব? পরে নিজেই চিন্তা করে বের করে, কুকুরের চাইতে অধম আর কেউ নয়। তিনি কুকুরের কণ্ঠস্বরে কান্নাকাটি আরম্ভ করে। আওয়াজ শুনে অন্য একজন মনে করে, মসজিদে মনে হয় কোনো কুকুর ঢুকে পড়েছে। পাছে তার বাসন কোসন নোংরা না করে ফেলে, এই ভেবে সে তাকে প্রশ্ন করে, এখানে একটা কুকুর কান্নাকাটি করছিল, সেই কুকুরটি কোথায়? আবেদ উত্তরে বলেন, আমিই সেই কুকুর। সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি এভাবে কেন কাঁদছিলে? আবেদ উত্তরে বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা বিনয় পছন্দ করেন, তাই আমি ভাবলাম, এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে হয়তো আমার বিনয় গৃহীত হবে।** যাহোক, এটি তার ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ছিল, সে অনুযায়ী তিনি কর্ম করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল একেবারে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর হয়ে পড়া, যেন কোনো না কোনো উপায়ে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হুযূর! হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সকল নবীই ছাগল চরিয়েছেন, আপনিও কি কখনো ছাগল চরিয়েছেন? তিনি (আ.) বলেন, হ্যাঁ! আমি একবার বাইরে ক্ষেতের দিকে গিয়েছিলাম সেখানে এক রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। সে আমাকে বলে, আমি একটা কাজে যাচ্ছি, আপনি একটু আমার ছাগলগুলোর খেয়াল রাখবেন। কিন্তু সে গেল তো গেল, একেবারে সন্ধ্যায় ফিরে আসে আর তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে তার ছাগল চরাতে হয়েছিল। কাজেই, তিনি এক রাখালের ছাগল চরাতে কোনোরূপ অপমান বোধ করেননি। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঘরের কোনো কাজ করতে কখনো দ্বিধা করতেন না। খাট নিজেই পেতে নিতেন, মেঝে পরিষ্কার করতেন, বিছানা বিছাতেন। যে ধরনের খাবারই হতো হুযূর (আ.) তা স্বাচ্ছন্দ্যে খেয়ে নিতেন। তিনি কখনো কাউকে **'তুই'** সম্বোধন করে কথা বলেননি, সর্বদা **জী** (সম্মানসূচক সম্বোধন) বলে কথা বলতেন। তাঁর মধ্যে অহংকার বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্বই ছিল না।

মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেব যখন নতুন নতুন দিল্লি থেকে পড়াশোনা শেষ করে আসেন, তখন সেই আমলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর একটি বিতর্ক (মুবাহাসা) হয়েছিল, যেখানে তিনি (আ.) মৌলভী সাহেবের কাছে শুরুতেই তাঁর আকীদা (বা

বিশ্বাস) সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। মৌলভী সাহেব যখন তাঁর আকীদা বলেন, তখন তিনি (আ.) বলেন, আমি আপনার আকীদায় কোনো আপত্তিজনক বিষয় খুঁজে পাচ্ছি না, তাই আপনার সাথে বিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই। যেসব লোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, এভাবে তো আমাদের লজ্জিত হতে হবে। কিন্তু তিনি (আ.) লোকদেখানো বা মিথ্যা সম্মানের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ করেননি। তিনি বলেন, মৌলভী সাহেবের আকীদা শুনে যেহেতু তাতে কোনো আপত্তিজনক বিষয় ছিল না, তাই বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিতর্ক ত্যাগ করা হয়েছিল। সেই রাতেই আল্লাহ্ তা'লা এলহামের মাধ্যমে আমাকে জানান, **তোমার খোদা তোমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তোমাকে এত বরকত দেবেন যে, শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ তোমার পোশাক থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।**

এছাড়া তিনি (আ.) মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেবকে লেখা একটি চিঠিতে নিজের পরম বিনয় প্রকাশ করেছেন। তিনি (আ.) লিখেছেন, **এই অধম একজন উম্মী (নিরক্ষর) ও অজ্ঞ মানুষ। না আছে ইবাদত, না আছে রিয়াযত (সাধনা); না আছে জ্ঞান, না আছে যোগ্যতা। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোনো কিছুই নেই। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি আদেশ ছিল এবং তা ছিল অকাট্য ও সুনিশ্চিত যা এই অধম পৌঁছে দিয়েছে; তা মানা বা না মানা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত ও অনুধাবনের ওপর নির্ভরশীল।** হযরত আকদাস (আ.) যখন ঈসা-মসীহ্‌র সদৃশ হওয়ার দাবি করেন, তখন মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ করে এবং অত্যন্ত অশোভন ভাষায় চিঠি লেখে। নিজের 'ইশায়াতুস সুন্নাহ্' পত্রিকায়ও হুযূর (আ.)-এর প্রতি শিষ্টাচারবহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করা শুরু করে। এতকিছু সত্ত্বেও হুযূর (আ.) পরম ধৈর্য, সহনশীলতা এবং নম্রতা ও বিনয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। একটি চিঠিতে তিনি (আ.) মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেবকে লিখেছিলেন, **জয়-পরাজয়ের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং দাসত্ব বরণ এবং নির্দেশের আনুগত্য করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি জানি, এই বিরোধিতার পেছনে আপনার নিয়্যত হয়তো ভালোই হবে, কিন্তু আমার মতে উত্তম হলো আপনি প্রথমে আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং আমার বইগুলো অর্থাৎ ফতহে ইসলাম, তওযীহে মারাম এবং ইযালায়ে আওহাম পাঠ করে তারপর কিছু লিখুন। আপনার মতো বন্ধুরা যে বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন, এতে আমার কোনো দুঃখ বা কষ্ট নেই; আপনাদের এই মতবিরোধও হয়তো সত্যের খাতিরেই হবে।**

অন্য আরেকটি চিঠিতে তিনি (আ.) মৌলভী সাহেবকে লিখেছেন, **আমার মতে সমস্ত নৈতিক গুণের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা বিনয়, নম্রতা, অনুতপ্ত হওয়া এবং অহংকার বিরোধী প্রতিটি আত্মনিবেদনকে যেভাবে পছন্দ করেন, চরিত্রের অন্য কোনো দিককে তিনি সেভাবে পছন্দ করেন না।**

হুযূর (আই.) বলেন, অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি কথা ও কাজ বিনয় প্রকাশের প্রতিচ্ছবি ছিল। তাঁর কেবল একটিই উদ্দেশ্য ছিল আর তা হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং পৃথিবীতে তাঁর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি (আ.) আমাদেরকেও এই উপদেশই প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ বিষয়গুলোর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org-এ**]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)